ইউনিট - ৬

ধর্মগ্রন্থ পরিচিতি

ভূমিকা *ধর্ম শব্দের অর্থ হল ধারণ করা। যা ধারণ করে মানুষ তার জীবনকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সুখময় করে তোলে তাই ধর্ম। যে গ্রন্থে ধর্মের তত্ত্ব, তাৎপর্য, উপাখ্যান ইত্যাদি থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ। এ ইউনিটে বেদ (সংহিতা), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি।*

পাঠ-১ বেদসংহিতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেদ কি? কার বাণী? কাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেদ কত প্রকার ও কি কি, তা বলতে পারবেন।
- বেদের জ্ঞান, কাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদ ঈশ্বরের বাণী। প্রাচীনকালে ঋষিরা বেদ দর্শন বা উপলব্ধি করেছিলেন। ঋষিদের দ্বারা পবিত্র জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। ঋষিগণ শিষ্যদের মুখে মুখে বেদ শিক্ষা দিতেন। বেদ প্রথমে অবিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। যথা– ঋগ্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। তাঁর প্রিয় চার শিষ্য যথাক্রমে পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পয়ন ও সুমন্ত এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন। চার বেদের একেকটি ভাগকে সংহিতা বলে। যেমন- ঋগ্‌বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা ইত্যাদি।

ঋগ্‌বেদ সংহিতা

ঋগ্‌বেদে রয়েছে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। এগুলো পদ্যে রচিত। এখানে ১০৪৭২ টি মন্ত্র রয়েছে। আবার কতগুলো মন্ত্র নিয়ে একটি বড় আকারের কবিতা বানানো হয়েছে। এর এক-একটি কবিতাকে বলা হয়েছে সূক্ত।

"হে সূর্য, তুমি দেবতাদের সম্মুখে উদয় হও, মানুষের সামনে উদয় হও ...."

যে সকল ঋষি ঋগ্‌বেদ দর্শন করেছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন- ঋষি গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব ইত্যাদি। উক্ত ঋষিগণ যে সকল দেবতার স্তুতি করেছেন বা যে সকল দেবতার প্রসঙ্গে ঋগ্ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন– অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ঊষা ইত্যাদি।

সামবেদ সংহিতা

সাম মানে গান। যে মন্ত্র গান করা যায়, তাকেই সাম বলে। যজ্ঞ করার সময় কোন কোন ঋগ্ আবৃত্তি না করে সুর করে গাওয়া হত। এই গেয় ঋগ্‌সমূহকে বলা হয় সামবেদ। আর সামের সংকলনই সামবেদ সংহিতা।

সামবেদ সংহিতায় সর্বমোট ১৮০১টি মন্ত্র আছে। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকি সবগুলোই ঋগ্‌বেদ থেকে নেওয়া।

যজুর্বেদ সংহিতা

'যজুঃ' বলতে যজ্ঞের মন্ত্র বোঝায়। তার জ্ঞানকে বলা হয় যজুর্বেদ। আর এই জ্ঞানের সংকলন হল যজুর্বেদ সংহিতা। ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ পদ্যে রচিত। কিন্তু যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতির মন্ত্র পাওয়া যায়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম- পদ্ধতি যজুর্বেদে সংকলিত। যজুর্বেদে ৭টি কাণ্ড এবং ২১৮৪টি মন্ত্র রয়েছে।

অথর্ববেদ সংহিতা

অথর্ব বেদ সংহিতায় বিভিন্ন বিষয়ক মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। চিকিৎসা বা ভেষজ বিদ্যা, মাঙ্গলিক ক্রিয়াকাণ্ড, শত্রুবধের উপায় প্রভৃতি অথর্ববেদের বিষয়বস্তু। এ বেদে ২০টি কাণ্ড ৭৩১ সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র রয়েছে।

বেদ দুটি ভাগে বিভক্ত : কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড।

কর্মকাণ্ড : ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের প্রীতির জন্য যাগ-যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান কিভাবে সম্পাদন করতে হবে কর্মকাণ্ডে রয়েছে তার নির্দেশ ও পদ্ধতি। এর মূল উদ্দেশ্য কর্মের মধ্যে দিয়ে সর্বশক্তিমান পরম ব্রহ্মের দিকে ধাবিত হওয়া।

যাগ-যজ্ঞাদি দৈনন্দিন জীবনের চলার পথের সাথী। বৈদিক ঋষিগণ দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পাঁচটি যজ্ঞের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যথা : ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ–বেদ অধ্যয়ন, নৃযজ্ঞ–অতিথিসেবা, দৈবযজ্ঞ–হোমকর্ম, পিতৃযজ্ঞ–পিতামাতার সেবা (তর্পণ) ও ভূতযজ্ঞ–বিশ্বের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ অবশ্য করণীয়।

জ্ঞানকাণ্ড : কেন এবং কার উদ্দেশ্যে স্তুতি, প্রার্থনা ও যজ্ঞাদি করা হয়, এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান এবং উত্তর দানের প্রচেষ্টা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। ঋষিরা সাধনার দ্বারা জানলেন, সকল কিছুর একজন স্রষ্টা আছেন। এই মূল বা পরম সত্তাকে তাঁরা বললেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের উপলব্ধি যে একমাত্র সাধনা এবং চরম প্রাপ্তির পথ, জ্ঞানকাণ্ডে তা বলা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব সৃষ্টির রহস্য প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়বস্তু।

সারাংশ

বেদ ঈশ্বরের বাণী। প্রাচীন যুগে ঋষিদের দ্বারা বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। বেদ প্রথমে অবিভক্ত ছিল মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বেদ চার ভাগে বিভক্ত করেন। এই চারটি ভাগ হল, ঋগ্, সাম, যজুর ও অথর্ব। বেদের একেক ভাগকে সংহিতা বলে। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি এবং জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম তত্ত্বাদি বর্ণিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. বেদ কার বাণী?

ক. দেবতার | খ. ব্রাহ্মণের
গ. কৃষ্ণের | ঘ. ঈশ্বরের

২. বেদ কয়খানা?

ক. তিনখানা | খ. দুইখানা
গ. চারখানা | ঘ. পাঁচখানা

৩. গৃহস্থের দৈনন্দিন কয়টি যজ্ঞ করতে হয়?

ক. সাতটি | খ. চারটি
গ. পাঁচটি | ঘ. ছয়টি

৪. জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়বস্তু কি?

ক. পূজা-পার্বণ | খ. যাগ-যজ্ঞ
গ. ঈশ্বর প্রাপ্তি | ঘ. ব্রহ্মবিদ্যা

পাঠ-২ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রাহ্মণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- আরণ্যক কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপনিষদ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

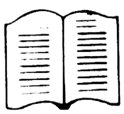

বেদ সংহিতার পর বৈদিক সাহিত্যের ধারায় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এসেছে।
বেদে ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ মন্ত্র বা স্তোত্র। যে গ্রন্থে ব্রহ্ম বা মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তার নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ প্রধানত গদ্যময় হলেও মন্ত্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহু পদ্য পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ হল শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় অংশের নাম আরণ্যক। অন্তিম ভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ।

ব্রাহ্মণ :

ব্রাহ্মণ বেদ-এর কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এতে যজ্ঞাদির বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণ ছয়টি লক্ষণ দ্বারা পরিচিত। যথা- বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি।

বিধি : বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ রয়েছে তাই বিধি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনাবৃষ্টির কালে বৃষ্টি কামনায় যে যজ্ঞাদি করা হয় তা বিধিবাক্য।

অর্থবাদ : বেদমন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে বিবিধ কাণ্ড সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ ব্রাহ্মণের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এতে মন্ত্র ও যজ্ঞকে কেন্দ্র করে ব্যাকরণগত আলোচনাও রয়েছে।

নিন্দা : বিরোধী মতের সমালোচনা খণ্ডন ও ত্যাগ করাকে নিন্দা বলে। এখানে বিভিন্ন বিরোধী মতের দোষ দেখান হয়েছে। কোন মন্ত্রের সঠিক অর্থ কি তা নিয়ে পুরোহিতদের মতভেদ ছিল। একজনের উক্তি অন্য জনের দ্বারা খণ্ডিত হত।

প্রশংসা : প্রশংসা বলতে স্তুতি এবং যার স্তুতি করা হয়, সেই ক্রিয়ার অনুমোদন বোঝায়। যে সকল বাক্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় বলে কথিত, সে সেকল প্রবচনকে প্রশংসা বলা হয়েছে।

পুরাকল্প : অতি প্রাচীনকালে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলোকে ''পুরাকল্প'' বলা হয়েছে। মানুষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বহু পূর্ব হতে দেবতাগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। এ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শান্তি ।

পরকৃতি : পরের কৃতি বা কাজকে পরকৃতি বলা হয়। অভিজ্ঞ পুরোহিত, সফল যজ্ঞ করার জন্য বিখ্যাত রাজাদের কীর্তি প্রভৃতি পরকৃতি বলে পরিচিত।
প্রতিটি বেদের সাথে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ যুক্ত আছে। ঐতরেয়, তাণ্ড্য, শতপথ, গোপথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ।

আরণ্যক :

ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় অংশের নাম ‘‘আরণ্যক’’। এই আরণ্যক নামকরণের হেতু হল অরণ্যে এর মনন, পঠন, প্রচার ও প্রসার। এ অংশ মুখ্যত জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সন্ধিস্থল। আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টির রহস্য আরণ্যক ও উপনিষদের বিষয়বস্তু। অরণ্যে বসে বৈদিক ঋষিগণ উপাসনার দিক নির্দেশনা দিতেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন অধ্যাত্ম বিদ্যা। এজন্য কেউ কেউ আরণ্যককে উপাসনা কাণ্ড বলে। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি আরণ্যকের দৃষ্টান্ত।

উপনিষদ :

ব্রাহ্মণের অন্তিম ভাগ হচ্ছে বেদান্ত বা উপনিষদ। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অর্থাৎ স্রষ্টার অসীম ক্ষমতা ও মহিমা এবং সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের বিষয়ে যে জ্ঞান তাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলে। উপনিষদে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ঈশ, কঠ, কেন প্রশ্ন শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

সারাংশ

বেদ সংহিতার পর এসেছে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক যজ্ঞর বিধি-বিধান, ইতিকথা ও দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। আরণ্যক ও উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ স্রষ্টার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ব্রাহ্মণ কয়টি অংশে বিভক্ত?
ক. চারটি খ. তিনটি
গ. দুইটি ঘ. পাঁচটি

২. ব্রাহ্মণ কয়টি লক্ষণ দ্বারা পরিচিত?
ক. পাঁচটি খ. সাতটি
গ. ছয়টি ঘ. আটটি

৩. ব্রাহ্মণের কোন অংশের নাম আরণ্যক?
ক. প্রথম অংশ খ. দ্বিতীয় অংশ
গ. তৃতীয় অংশ ঘ. চতুর্থ অংশ

৪. উপনিষদের আলোচ্য বিষয় কি?
ক. ব্রহ্মতত্ত্ব খ. শিল্পতত্ত্ব
গ. যোগতত্ত্ব ঘ. বিষ্ণুতত্ত্ব

পাঠ-৩ বেদাঙ্গ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ♦ বেদাঙ্গ কি তা বলতে পারবেন।
- ♦ বেদাঙ্গ কয়টি ও কি কি তা বলতে পারবেন।
- ♦ ছন্দ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সঠিক ও শুদ্ধভাবে পাঠের সহায়ক গ্রন্থকে বেদাঙ্গ বলে। বেদের শব্দবোধ, অর্থবোধ, কাজের সাথে মন্ত্রের সম্বন্ধ, পাঠের রীতি প্রভৃতি ব্যাপারে এ সকল গ্রন্থ অপরিহার্য বলে এদের নাম বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছয়টি–শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এক একটি অঙ্গ দ্বারা এক এক কাজ সাধিত হয় বলে বেদাঙ্গকে বেদের ছয়টি অঙ্গ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষা : ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষাকে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। বেদের বর্ণ, স্বর, মাত্রা ইত্যাদির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ যাতে আছে তাকে শিক্ষা বলে। আধুনিক অর্থে 'শিক্ষা'কে ধ্বনির উচ্চারণতত্ত্ব বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বেদের পৃথক পৃথক 'শিক্ষা' আছে। বেদমন্ত্রের সঠিক উচ্চারণের নিয়মাবলি যে অংশে আলোচিত তাই শিক্ষা। বেদ মন্ত্রগুলো যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তার জন্য 'শিক্ষা' একান্ত প্রয়োজন।

কল্প : যা দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত, সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলে। বেদের যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ বহু বিস্তৃত। তার সকল কিছু বাদ দিয়ে কেবল যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াদি নিয়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত তাকেই কল্পসূত্র বা 'কল্প' নামক বেদাঙ্গ বলা হয়।

নিরুক্ত : ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই গ্রন্থ যাস্ক নামক ঋষি কর্তৃক রচিত। বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝার জন্য যে শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে তাকে নিরুক্ত বলে। নিরুক্তকে বৈদিক অভিধান বলা যেতে পারে। নিরুক্ত তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথাক্রমে- নৈঘণ্টুক কাণ্ড, নৈগম কাণ্ড ও দৈবত কাণ্ড।

ব্যাকরণ : বেদের মন্ত্র সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন। প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতির জ্ঞান না থাকলে কখনও বেদের মন্ত্র আয়ত্ত করা যাবে না। পদের গঠন, বিশুদ্ধতা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি জানা না থাকলে বেদ অনুধাবন করা যাবে না। এ কারণেই ব্যাকরণ বেদপাঠের আরেকটি নিত্য সহায়ক গ্রন্থ।

ছন্দ : ছয় বেদাঙ্গের অন্যতম ছন্দ। বেদে ছন্দবদ্ধ মন্ত্র রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ বেদমন্ত্র পদ্যেও রচিত। যজ্ঞে এ সকল ছন্দবদ্ধ মন্ত্র উচ্চারিত হত। অক্ষর গণনা করে ছন্দ নির্ণয় করতে হয়। বেদের ছন্দ সাতটি; যথা- গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। এই সকল ছন্দসমূহের জ্ঞান বেদাঙ্গের অন্তর্গত।

জ্যোতিষ : বৈদিক যুগে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিধান ছিল। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হত। তাই কোন যজ্ঞ কোন সময় অনুষ্ঠিত হবে তা নিরূপণ ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্ববহ। বর্তমান সভ্য জগতে রাশিচক্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার-বিশ্লেষণের মূলে রয়েছে এই জ্যোতিষ নামক বেদাঙ্গ।

সারাংশ

বেদ পাঠের সহায়ক জ্ঞানকে বলে বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছয়টি : শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এ ছয়টি অঙ্গই বেদ পাঠের সহায়ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. বেদাঙ্গ কয়টি?
   - ক. চারটি
   - খ. পাঁচটি
   - গ. ছয়টি
   - ঘ. সাতটি

২. নিরুক্ত শাস্ত্রের কয়টি কাণ্ড?
   - ক. দুইটি
   - খ. তিনটি
   - গ. চারটি
   - ঘ. পাঁচটি

৩. বৈদিক ছন্দ কয়টি?
   - ক. পাঁচটি
   - খ. ছয়টি
   - গ. সাতটি
   - ঘ. আটটি

৪. জ্যোতিষ শাস্ত্র কি?
   - ক. যজ্ঞের সময় নিরূপণের গ্রন্থ
   - খ. উচ্চারণ শিক্ষার জন্য গ্রন্থ
   - গ. চিকিৎসা বিদ্যার গ্রন্থ
   - ঘ. ব্রহ্মবিদ্যার

পাঠ-৪ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- এতে কতটি অধ্যায় ও শ্লোক আছে তা বলতে পারবেন।
- কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মহাভারত থেকে আমরা জানি, পুরাকালে কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেকালের অনেক রাজা অংশ নেন। কেউ পাণ্ডব পক্ষে, কেউ কৌরব পক্ষে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনাদি পাণ্ডব পক্ষের রথের সারথি হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আর তাঁর সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ (দশ অক্ষৌহিনী সৈন্য) দুর্যোধনাদি কৌরব পক্ষে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধ যখন শুরু হবে, তখন দুপক্ষেই আপনজনদের দেখে মহাবীর অর্জুন খুব বিষণ্ণ হলেন। কাকে আঘাত করবেন? সবাই যে আপনজন! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি লীলা। তিনি তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তাই শ্রীমদ্ভগবদগীতা, সংক্ষেপে গীতা। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের পঁচিশ অধ্যায় হতে বিয়াল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত আঠারটি অধ্যায়ই গীতা। মহাভারতের অংশ হয়েও গীতা একটি পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে এবং হিন্দুদের ঘরে ঘরে পঠিত হচ্ছে। এ গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত ৫৭৫টি শ্লোক, অর্জুনের ৮৪টি, সঞ্জয়ের ৪০টি এবং ধৃতরাষ্ট্রের মাত্র ১টি শ্লোকসহ মোট ৭০০টি শ্লোক আছে। এই জন্য একে সপ্তশতীও বলা হয়। আঠারটি অধ্যায়ের প্রতিটির নামকরণ করা হয়েছে। যথা : বিষাদ যোগ, সাংখ্য যোগ, কর্ম যোগ, জ্ঞান যোগ, সন্ন্যাস যোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, অক্ষরব্রহ্ম যোগ, রাজযোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, ভক্তি যোগ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ, পুরুষোত্তম যোগ, দেবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ ও

মোক্ষ যোগ। এর মধ্যে পণ্ডিতগণ যে তিনটি অধ্যায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে অধ্যায় তিনটি হল : কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

কর্মযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশেষভাবে বলেছেন, ‘‘কর্মই ধর্ম’’। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। আসক্তিহীনভাবে যুদ্ধ কর তাহলে তার একটি সুফল অবশ্যই পাবে। তাই ভগবান বলেছেন,

> ‘‘কর্ম তব অধিকার কর্মফলে নয়,
> ফল আশা ত্যাগ কর, কর্ম যেন রয়।’’ (২য় অধ্যায়, ৪৭ নং শ্লোক)

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, “এখন যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ করাই তোমার কর্ম। তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে যে-সব মত কথা বলছ তাতে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে। স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করাই ধর্ম।’’

ভগবান সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কর্ম সম্পাদনাকে কর্মযোগ বলেছেন। কর্মে সিদ্ধি লাভ হলেই জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান যখনই পরিপূর্ণতায় আসে তখনই আসে ভক্তি। ভক্তির উদয় হলে তখন নিজের বলে আর কিছু থাকে না। ভক্তের দৃষ্টিতে এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ মনে হয়। ভক্ত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি লাভ করেন। ঈশ্বর যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তিনি রথী, আমি রথ। এই ভক্তিসহ আমাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অনেক উপদেশ গীতায় রয়েছে। এজন্য গীতা আমাদের নিত্য পাঠ্যপুস্তক। গীতা সমস্ত উপনিষদের সার। যিনি প্রতিদিন ভক্তিযুক্ত হয়ে গীতা এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি বেদ পুরাণাদি পাঠের সমস্ত ফললাভ করেন। যিনি গীতা পাঠের পর গীতার মাহাত্ম্য পাঠ করেন তিনি পুণ্য লাভ করেন।

সারাংশ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৫ অধ্যায় হতে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত এই ১৮টি অধ্যায়ই গীতা। এতে ৭০০টি শ্লোক রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি বিষয়ের (কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি) কথা বলা হয়েছে। কর্ম হতে জ্ঞান এবং জ্ঞান থেকে ভক্তির উদয় হয়। গীতা পাঠে মহাপুণ্য লাভ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কয়টি অধ্যায়?
ক. ১২ টি খ. ১৪ টি
গ. ১৬ টি ঘ. ১৮ টি

২. গীতায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত কয়টি শ্লোক আছে?
ক.৭০০ টি খ. ৫০০ টি
গ. ৫৭৫ টি ঘ. ৬০০ টি

৩. গীতায় কার একটি মাত্র শ্লোক রয়েছে?
ক. কৃষ্ণের খ. অর্জুনের
গ. সঞ্জয়ের ঘ. ধৃতরাষ্ট্রের

৪. পণ্ডিতগণ গীতায় কয়টি অধ্যায়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন?
ক. ৫ টি খ. ৬ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

পাঠ-৫ শ্রীমদ্ভাগবত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় দিতে পারবেন।
- রাজা পরীক্ষিৎ কেন ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হলেন তা বলতে পারবেন।
- শ্রীকৃষ্ণের যে লীলার কথা ভাগবতে আছে তা বলতে পারবেন।
- ভাগবতে বর্ণিত ভগবান ও ভক্তের স্বরূপ ও সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ সংক্ষেপে ভাগবত আমাদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস এ পুরাণ রচনা করেছেন। এতে ১২টি অধ্যায় বা স্কন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা অর্জুন, অর্জুনের পুত্র অভিমুন্য, অভিমুন্যের পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ। ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে বনে গিয়ে শিকার না পাওয়ার পর অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে রাজা জল পানের উদ্দেশ্যে শমীক মুনির আশ্রমে যান । কিন্তু মুনি ধ্যানে ছিলেন বলে রাজা মুনিকে কিছু না বলে একটি মরা সাপকে মুনিরের গলায় জড়িয়ে দিয়ে আসেন। সন্ধ্যার সময় মুনির পুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে এসে বাবার ঐ অবস্থা দেখে অভিশাপ দেন। যে আমার পিতার গলায় সাপ জড়িয়ে দিয়েছে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে তার মৃত্যু হবে। এই ব্রহ্মশাপের কথা মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে পেরে পুত্র জন্মেজয়ের নিকট রাজ্যভার অর্পণ করে দীন কাঙ্গালবেশে হরিদ্বারে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর নিকট সাত দিন হরিকথা ও ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করেন। এই হরিকথা নিয়েই ভাগবত। ভাগবতে প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক কাহিনী এসেছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ লীলাই এতে প্রধান হয়ে উঠেছে।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন লীলার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ রাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব তাঁকে নন্দরাজের বাড়িতে রেখে আসেন। নন্দরাজের সদ্যোজাত মেয়েকে নিয়ে এসে কংসের হাতে অর্পণ করেন। সেই থেকে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যশোদার কোলে বড় হতে থাকেন। ঐ সময় থেকে মথুরায় এসে কংসকে বধ করার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন। সেই বৃন্দাবনের দিনগুলো এবং মথুরায় এসে কংসকে বধ করে মথুরার রাজা হন।

মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা, যদুবংশের কীর্তি ও ধ্বংস প্রভৃতি ভাগবত পুরাণের বিষয়বস্তু। এ ছাড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি, ধ্রুব চরিত, প্রহলাদ চরিত, চন্দ্র ও সূর্য বংশের বিবরণ প্রভৃতি ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভগবান হয়ে সকলের উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হন। তিনি সাধারণ মানুষের মত সকলের সঙ্গে মিলেমিশে লীলা করেছেন বলে সকলের প্রাণের মধ্যে আসন করে নিয়েছেন। তাঁর বাল্য লীলার মধ্যে 'দামবন্ধন' যেমন চমৎকার তেমনি শিক্ষাপ্রদ। অন্য ভক্তিশাস্ত্রে ভক্ত ভগবানকে ডাকে, আর ভাগবতে ভগবানই বাঁশি বাজিয়ে ভক্তকে কাছে ডাকেন। পূজার্চ্চনা করে অন্যান্য দেব-দেবতার আশীর্বাদ পাওয়া যায় কিন্তু ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট নিজে এসে উপস্থিত হন। ভগবানকে লাভ করতে হলে সাধকের সাধনা চাই। ভক্তি চাই। ভক্তের ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট হন এবং তাকে কৃপা করেন। ভাগবতে পুরাণ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পুরাণ। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভাগবত পুরাণ এক অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করলে ভগবানে ভক্তি সুদৃঢ় হয়।

সারাংশ

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের লীলাসহ তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। ভাগবতের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভক্তকে কাছে ডাকেন এবং ভক্তের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ভাগবতের বক্তা কে?
ক. শুকদেব
খ. ব্যাসদেব
গ. রামদেব
ঘ. শ্যামদেব

২. ভাগবতের শ্রোতা কে?
ক. রাজা পরীক্ষিৎ
খ. অভিমুন্য
গ. অর্জুন
ঘ. শ্রীকৃষ্ণ

৩. ভাগবতের উপাস্য দেবতা কে?
ক. কৃষ্ণ
খ. রাম
গ. গৌরাঙ্গ
ঘ. অনুকূল চন্দ্র

৪. ভাগবত পাঠ করলে কি হয়?
ক. সুনাম অর্জন করা যায়
খ. অনেক ধন পাওয়া যায়
গ. ভগবানে ভক্তি সুদৃঢ় হয়
ঘ. দেবতা ইন্দ্র এসে আশীর্বাদ করেন

পাঠ-৬ শ্রীশ্রীচণ্ডী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শ্রীশ্রীচণ্ডী রচয়িতা কে, এতে কতটি অধ্যায় ও শ্লোক আছে লিখতে পারবেন।
- দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

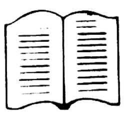

শ্রীশ্রীচণ্ডী অতি প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ। শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় ঋষি দ্বারা প্রণীত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। চণ্ডীতে তেরটি অধ্যায় ও ৭০০ টি শ্লোক আছে। এজন্য গীতার মত একেও সপ্তশতী বলা হয়। আদ্যা শক্তি মহামায়া। তিনি মায়া ও শক্তির দেবী। অসুর বা অন্যায়কে তিনি ধ্বংস করেন। তিনি দুর্গারূপে জীবের দুর্গতি হরণ করেন বলে তাঁর এক নাম দুর্গা।

এই গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর স্তোত্র আছে। যথা:

" যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ যে দেবী সকল জীবে ও চরাচরে শক্তিরূপে অবস্থান করেন সেই দেবীকে নমস্কার, বারবার নমস্কার। যে দেবী সকল জীবে ও চরাচরে শান্তিরূপে অবস্থান করেন। তাঁকে নমস্কার বারবার নমস্কার।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

পুরাকালে সুরথ নামে এক রাজা রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন মেধা নামে এক মহর্ষির আশ্রমে। অন্যদিকে সমাধি নামে এক বৈশ্যও স্ত্রী ও সন্তানদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনিও ঘুরতে ঘুরতে আসেন মেধা মুনির আশ্রমে। রাজ্য হারিয়েও রাজ্যের জন্য রাজা সুরথের মনে মায়া ছিল। সমাধি বৈশ্যও তার স্ত্রী-পুত্রদের ভুলতে পারছিলেন না। কেন এই অন্তরের আকর্ষণ!

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের দেখা হল। দুজনে দুজনের মনের কথা ব্যক্ত করলেন। তারপর গেলেন মহর্ষি মেধার কাছে। গিয়ে জানালেন নিজেদের অন্তরের টানের কথা। মহর্ষি মেধা বললেন যে এর নাম মায়া। আর এ মায়া হচ্ছে মহামায়ার প্রভাব। তবে সন্তুষ্ট হলে মহামায়া মঙ্গল করেন এবং মুক্তি দান করেন।

মেধা মহামায়ার মাহাত্ম্য রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাছে বর্ণনা করলেন। মহামায়ার একটি কীর্তি হল মহিষাসুর বধ। তিনি দুর্গারূপে দুর্ধর্ষ অসুররাজ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। কাহিনীটি শোনা যাক :

পুরাকালে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এবং অসুরদের রাজা মহিষাসুরের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবতারা স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে মর্ত্যে বিচরণ করতে থাকেন। একদিন রাজ্যহারা দেবতারা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করে মহাদেব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হলেন। সকলের উপস্থিতিতে অসুরদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হল। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকে তেজোরাশি একত্রিত হয়ে এক দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। তখন সকল

দেবতা তাদের অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সুসজ্জিত করেন। দিব্য অস্ত্রে সুসজ্জিতা দেবী দুর্গা তাঁর দশ বাহু উত্তোলন করে অট্টহাস্য করলেন। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ত্রিভুবন কম্পিত হয়ে উঠল। দেবতারা সেই সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। মুনিগণ ভক্তিভরে দেবীর স্তব করতে লাগলেন।
এদিকে মহিষাসুর হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে দেবীর দিকে ধাবিত হল। ঘোরতর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে অসুর শক্তি পরাজয় বরণ করল। দেবতাদের তখন আনন্দ আর ধরে না। অসুরদের অত্যাচার হতে দেবগণ মুক্ত হলেন, ফিরে পেলেন তাদের স্বর্গ রাজ্য। দেবগণ ও মুনিগণ দেবীর জয় গানে মুখরিত হল।

" সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হস্তুতে॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

তুমি সর্ব প্রকার কল্যাণদায়িনী। তুমি মঙ্গলময়ী। সর্ব প্রকার ইচ্ছাপূরণকারী। তাই তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সারাংশ

শ্রীশ্রীচণ্ডী হিন্দুদের একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্তৃক প্রণীত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি কাহিনী মহিষাসুর বধ। দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবী দুর্গার জয় হয়। দেবতারা মহিষাসুরের কাছে পরাজিত হয়ে স্বর্গ হারিয়েছিল। আর স্বর্গ ফিরে পেয়ে তাঁরা আনন্দিত হলেন এবং দেবীর উদ্দেশ্যে স্তব করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. চণ্ডী কোন পুরাণের অর্ন্তগত?
ক. শিব পুরাণের খ. বিষ্ণু পুরাণের
গ. কালিকা পুরাণের ঘ. মার্কণ্ডেয় পুরাণের

২. চণ্ডীতে কয়টি অধ্যায় আছে?
ক. ৮ টি খ. ১২ টি
গ. ১৮ টি ঘ. ১৩ টি

৩. দুর্গা নামের প্রতিশব্দ কোনটি?
ক. মায়া খ. মহামায়া
গ. ছায়া ঘ. মহাছায়া

৪. দুর্গা কাদের সাথে যুদ্ধ করেন?
ক. অসুরদের সাথে খ. দেবতাদের সাথে
গ. গন্ধর্বদের সাথে ঘ. মানুষদের সাথে

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. বেদ কি? বেদসংহিতার বিষয়বস্তুর বর্ণনা দিন। [পাঠ - ১ দেখুন]
২. ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ - ২ দেখুন]
৩. পঞ্চমহাযজ্ঞ কি বর্ণনা করুন? [পাঠ - ১ দেখুন]

৪. শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কি তা বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩ দেখুন]
৫. বেদাঙ্গ কাকে বলে? কয়টি ও কি কি? [পাঠ - ৩ দেখুন]
৬. বেদাঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কি বুঝিয়ে লিখুন। [পাঠ - ৩ দেখুন]
৭. উপনিষদ কি? এতে কোন বিষয় আলোচিত হয়েছে বর্ণনা করুন। [পাঠ - ২ দেখুন]
৮. গীতায় কয়টি অধ্যায় ও কি কি? [পাঠ - ৪ দেখুন]
৯. ভাগবতে কার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ব্যাখ্যা করুন। [পাঠ - ৫ দেখুন]
১০. শ্রীমদ্ভগবদ দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের যুদ্ধের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৬ দেখুন]

১১. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দিন :

ক. ঋগ্‌বেদের বিষয়বস্তু কি? [পাঠ - ১ দেখুন]
খ. ব্রাহ্মণের লক্ষণ কয়টি ও কি কি? [পাঠ - ২ দেখুন]
গ. উপনিষদের বিষয়বস্তু কি? [পাঠ - ২ দেখুন]
ঘ. একটি ব্রাহ্মণ, একটি আরণ্যক ও দুটি উপনিষদের নাম লিখুন। [পাঠ - ২ দেখুন]
ঙ. বেদাঙ্গ হিসেবে 'শিক্ষা'র পরিচয় দিন। [পাঠ - ৩ দেখুন]
চ. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কে কাকে এবং কেন উপদেশ দিয়েছিলেন? [পাঠ - ৪ দেখুন]
ছ. গীতার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলুন। [পাঠ - ৪ দেখুন]
জ. ভাগবত পাঠ করলে কি উপকার হয়? [পাঠ - ৫ দেখুন]
ঝ. শ্রীশ্রীচণ্ডী কে রচনা করেছেন এতে কার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে? [পাঠ - ৬ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৬.১
১. ঘ ; ২. গ ; ৩. গ ; ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৬.২
১. খ ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৬.৩
১. গ ; ২. খ ; ৩. গ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৬.৪
১. ঘ ; ২. গ ; ৩. ঘ ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৬.৫
১. ক ; ২. ক ; ৩. ক ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৬.৬
১. ঘ ; ২. ঘ ; ৩. খ ; ৪. ক